৫ কার্তিক ১৪৩২ ■ মঙ্গলবার ■ ২১ অক্টোবর ২০২৫

ক্রোড়পত্র

বাণী

অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার
উপদেষ্টা
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫ কার্তিক ১৪৩২, ২১ অক্টোবর ২০২৫

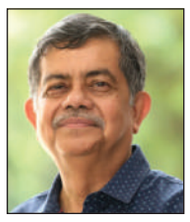

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)-এর ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই শুভক্ষণে আমি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের শিক্ষক- শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শিক্ষা হলো মানবমুক্তির শক্তিশালী হাতিয়ার, আর জ্ঞানই জাতির অগ্রযাত্রার আলোকবর্তিকা। এই সত্যকে সামনে রেখে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বাউবি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। প্রথাগত শ্রেণিকক্ষের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষার আলো পৌঁছে দিচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের দোরগোড়ায়, এমনকি প্রবাসেও কর্মরত বাংলাদেশিদের কাছে।

শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ, নারী শিক্ষা বিস্তার, জীবনমুখী শিক্ষা এবং আজীবন শেখার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনন্য ও প্রশংসনীয়। বিশেষত সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, কর্মজীবী মানুষ, গৃহিণী, শ্রমজীবী ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয়টি এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। গৌরবোজ্জ্বল এই অগ্রগতির পরিক্রমায় বিশ্ববিদ্যালয়টি কেবল শিক্ষার প্রসারই ঘটায়নি বরং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনেও একটি মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এই বিশ্ববিদ্যালয় মানবসম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা বিস্তার, উদ্ভাবনী শিক্ষা কৌশল এবং সৃজনশীল জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। শিক্ষা হবে আরও সহজলভ্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত—এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি ব্যতিক্রমধর্মী এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির অতীত সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ভবিষ্যতে এর ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা, সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

(ড. সি. আর. আবরার)

বাণী

অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম
উপাচার্য
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

০৫ কার্তিক ১৪৩২, ২১ অক্টোবর ২০২৫

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) গৌরবময় ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই আনন্দঘন মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও হৃদয়ের গভীর থেকে অভিনন্দন।

"শিক্ষা হলো জাতির অমলিন আলো।" বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সেই আলোকধারাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহরের প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে শিক্ষার সুবর্ণ সুযোগ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ছিল এবং এখনো রয়েছে–উচ্চমানের, সময়োপযোগী ও জীবনমুখী শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্য ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে কেউ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং প্রতিটি নাগরিক নিজ নিজ অবস্থান থেকে জাতি গঠনে অংশ নিতে পারে।

৩৩ বছরের দীপ্তময় এই দীর্ঘ পথযাত্রায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রমাণ করেছে–শিক্ষা কেবল জ্ঞানের আলো নয়, এটি জাতীয় উন্নয়নের শক্তিশালী চালিকা শক্তি। উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বাউবি আজ দেশের প্রতিটি প্রান্তে, এমনকি প্রবাসেও, শিক্ষার নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। ভৌগোলিক, আর্থিক ও সামাজিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এই বিশ্ববিদ্যালয় আজ জনগণের দোরগোড়ায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দিচ্ছে–এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন ও গর্ব।

আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ, যা মানবসম্পদকে দক্ষ করে তোলে, সমাজে প্রগতির চেতনা জাগিয়ে তোলে এবং জাতিকে টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে দেয়। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পাঠদান, মানসম্মত পাঠ্যক্রম, দক্ষ শিক্ষকবৃন্দ এবং উদ্ভাবনী প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আজ এক অনন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে দৃঢ় অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছে।

আমাদের দৃষ্টি–শিক্ষার সর্বজনীন সুযোগ নিশ্চিত করা, আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা সম্প্রসারণ করা এবং আর্থিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে একটি জ্ঞাননির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা। একই সঙ্গে আমরা শিক্ষায় উদ্ভাবন ও গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি, যাতে জ্ঞানের সঙ্গে সৃজনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো যায়।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বাস করে–শিক্ষার কোনো দেওয়াল নেই। বয়স, লিঙ্গ, পেশা বা ভৌগোলিক অবস্থান শিক্ষার পথে কোনো প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে বাউবির শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে কাজ করছে একটি আলোকিত, মানবিক ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ গঠনের লক্ষ্যে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আমাদের জন্য এক গৌরবময় মাইলফলক। এই দীর্ঘ অভিযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়টি কেবল শিক্ষার প্রসার ঘটায়নি, বরং শিক্ষার মাধ্যমে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রেখেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আগামী দিনে বাউবি আরো আধুনিক, আরও গতিশীল ও আরও সৃজনশীল বাংলাদেশ গঠনের অগ্রদূত হয়ে ওঠবে।

শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাক–প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি প্রাণে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আলোকিত করুক ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে।

(অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম)

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় : দ্যুতিময় এক বছর
(১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

ড. আবুল হাসনাত মোহাঃ শামীম *

অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, মাননীয় উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে বিগত এক বছরে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক অর্জনসমূহ :

শিক্ষা ও প্রশাসন
- অতীতের সকল গ্লানিময় কর্মকাণ্ড দূরীকরণে উদ্যোগ গ্রহণ।
- পরীক্ষা, সার্টিফিকেট জালিয়াতি ও আর্থিক অনিয়ম দূরীকরণ।
- আইন বিভাগের শিক্ষার্থীদের ঝুলে থাকা ইন্টিমেশন সমাধান।
- নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষার আয়োজন ও দ্রুত ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ।

সমঝোতা স্মারক ও সহযোগিতা
- বিপসট ও বাউবির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- NSDA ও ইউনিসেফের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও নীতিমালা প্রণয়ন।
- রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাউবির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

দূরশিক্ষণ সম্প্রসারণ
- ঢাকায় দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য উত্তরা তৃতীয় প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
- পাইকগাছা ও শরনখোলা উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র চালু।
- ১২টি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার অগ্রগতি।
- প্রথমবারের মতো বাউবির অংশগ্রহণে অমর একুশে বইমেলা-২০২৫ এ নিজস্ব স্টল উদ্বোধন।
- 'শিক্ষা চ্যানেল' চালুর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ।

যুব উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান
- EARN Project-এর মাধ্যমে এক লক্ষ NEET যুবকের দক্ষতা ও কর্মসংস্থানে উদ্যোগ গ্রহণ।
- ইউনিসেফের সঙ্গে যৌথভাবে যুব উন্নয়ন উদ্যোগ।
- বাউবি ও COL-CEMCA যৌথভাবে BLENDED TVET বাস্তবায়নে কর্মশালার আয়োজন।
- দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির জন্য Institute of Vocational Education and Training (IVET) প্রতিষ্ঠা।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মানোন্নয়ন
- HEAT Project-এর মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ।
- মিডিয়া সেন্টারের আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সময়োপযোগী, শিক্ষার্থীবান্ধব সিলেবাস প্রণয়ন।

বৈষম্য নিরসন ও স্বচ্ছতার পরিসর
- আর্থিক অনিয়ম ও নিয়োগ সংক্রান্ত দুটি তদন্ত কমিটি গঠন।
- বৈষম্য নিরসনে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন।
- ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

মানবিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন
- প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম শমশের আলী স্যারকে প্রফেসর ইমেরিটাস হিসেবে নিয়োগ প্রদান।
- শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবিকৃত গৃহঋণ পুনর্বহাল।
- তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ও ৬০% ফি মওকুফ।
- দূরশিক্ষণকে জনপ্রিয় করতে বিএ সনদধারী ৭৫ বছর বয়সী সাদেক আলীকে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র
- ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি (Nigeria), আফগানিস্তান অনলাইন ইউনিভার্সিটি, ইয়ুন্নান ওপেন ইউনিভার্সিটি (China) এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক।
- 'সোনালী সেবা Gateway' চালু করে একক টিউশন ফি সংগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দুর্দশা লাঘব।
- প্রবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষা ও টিউটরিং সেবা সহজীকরণ।
- মাননীয় উপাচার্য UK Charity Commission for England and Wales এর আওতাধীন The Association of Commonwealth Universities (ACU), UK-এর কাউন্সিল সদস্য এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত।
- University of Huddersfield's UK এবং Bangladesh Open University (BOU) এর মধ্যে সমঝোতা স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আধুনিকীকরণ
- শৃঙ্খলা, গতি, ডিজিটাল রূপান্তর, কারিগরি সক্ষমতা, উদ্ভাবন ও গবেষণার সংস্কৃতি তৈরি।
- শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ ও সুনাগরিক চেতনা বৃদ্ধি।
- শিক্ষার্থীসেবা ও কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে একাধিক কর্মশালার আয়োজন।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড বাজার, গাজীপুর-১৭০৫-এই ঠিকানা আজ বাংলাদেশের শিক্ষা পরিসরে এক প্রতিষ্ঠিত পরিসর। বাউবি পরিবার উন্নয়নের এই মৌলিক ধারাবাহিকতায় সঙ্গী হিসেবে থাকতে পেরে আমরা গর্বিত।

* অধ্যাপক ও ট্রেজারার, বাউবি

শিক্ষার মুক্ত দুয়ারে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযাত্রা

প্রফেসর তানভীর আহসান *
ড. মো. আদনান আরিফ সালিম **

গণমানুষের এবং সর্বজনীন শিক্ষার কথা চিন্তা করলে ২১ অক্টোবর বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন। আজ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) প্রতিষ্ঠা দিবস। এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, বরং বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এক নীরব বিপ্লবের অনুঘটক, যেখানে শিক্ষার পথ কখনো কারও জন্য রুদ্ধ হয়নি। শুধু সদিচ্ছা থাকলে উচ্চশিক্ষা লাভের কোন বাধা এখানে সৃষ্টি হয়নি।

> তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ঐতিহাসিক অনেক পদক্ষেপের একটি ছিল শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্তকরণ। সেই মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে জাতীয় সংসদে "বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২" পাস করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. শমশের আলীর নেতৃত্বে বাউবির মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে সূচনা হয় একটি নতুন অধ্যায়ের।

১৯৯২ সালের ২১ অক্টোবর, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ঐতিহাসিক অনেক পদক্ষেপের একটি ছিল শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্তকরণ। সেই মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে জাতীয় সংসদে "বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২" পাস করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. শমশের আলীর নেতৃত্বে বাউবির মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে সূচনা হয় একটি নতুন অধ্যায়ের। উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণের মাধ্যমে গণশিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ নিঃসন্দেহে অভাবনীয়। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া চেয়েছিলেন শহিদ জিয়ার ছোট্ট একটি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে, যেখানে পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে শিক্ষার আলোকবর্তিকা। বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবের কাছাকাছি। আর সেই স্বপ্নের পথচলা শুরু হয় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, যা আজ ৩৩ বছরের এক দীর্ঘ যাত্রার ধারাবাহিকতা।

বাউবি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, কেবল একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার গল্প নয়, বরং এটি বাংলাদেশের শিক্ষার গতিপথকে পরিবর্তন করার একটি সাহসী উদ্যোগের রূপকল্প। তবে বাংলাদেশের ইতিহাসে দূরশিক্ষণের ধারণা একেবারে নতুন ছিল না। এখানে সেই ধারণাকে পরীক্ষামূলক পর্যায় থেকে প্রায়োগিক রূপান্তর করা হয়েছিল। শুরুতে ১৯৫৬ সালে যখন রেডিও রিসিভার বিতরণ করা হয়, তখনই শুরু হয়েছিল দূরশিক্ষণের প্রথম পথচলা। এর পর ১৯৬২ সালে গঠিত হয় অডিও-ভিজ্যুয়াল সেল, যা পরবর্তী সময়ে অডিও-ভিজ্যুয়াল এডুকেশন সেন্টার (এভিইসি) হয়ে ওঠে। এরপর স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালে শিক্ষাকে এক জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৭৮ সালে চালু হয় স্কুল ব্রডকাস্টিং পাইলট প্রজেক্ট, যা দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় দূরশিক্ষণের ভিত গড়ে তোলে।

১৯৮৩ সালে গঠিত হয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি (এনআইইএমটি), যা ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন (বাইড) হয়ে ওঠে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রথম চালু করে ব্যাচেলর অফ এডুকেশন (বিএড) প্রোগ্রাম। এই প্রাথমিক সাফল্যগুলোই বাউবির পথচলার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে সবাই জানে। পরে সেগুলোই দেশে গণশিক্ষার অগ্রগতিতে অমূল্য ভূমিকা রাখে।

অধ্যাপক ড. এম শমশের আলীর নেতৃত্বে, ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। মূল ক্যাম্পাস গাজীপুরের বোর্ড বাজারে প্রায় ৩৫ একর জমিতে বিস্তৃত। বাউবির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই উদ্দেশ্য ছিল, মাল্টিমিডিয়া এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাকে সর্বজনীন করা। সে জন্যই এটি বাংলাদেশের একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, যা দূরশিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে পরিচালিত হচ্ছে। তাই বাউবির শুরু থেকেই লক্ষ্য ছিল, সবার কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছানো। পাশাপাশি নানা প্রতিবন্ধকতায় যারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাদের জন্য গুণগত ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষার দ্বার অবারিত করা। তাই অদম্য মেধাবীরা তাদের হারিয়ে ফেলা স্বপ্নকে বাউবির হাত ধরে যেমন নতুন করে খুঁজে ফিরছেন। তেমনি, কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর, নারী, প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, এদের জন্যও শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করেছে এই প্রতিষ্ঠানটি। অন্যদিকে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর বীর সদস্যদের জন্য নিশ-১ প্রোগ্রাম কিংবা প্রবাসী রেমিটেন্স যোদ্ধাদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে নিশ-২ প্রোগ্রাম বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলায় সাফল্যের পালক যুক্ত করেছে। সম্প্রতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং বা বিপসটের সঙ্গে। এর মধ্য দিয়ে শান্তিরক্ষীদের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে যাচ্ছে বাউবি।

বর্তমানে বাউবি পরিচালনা করছে ৮৬টি একাডেমিক প্রোগ্রাম, যা সাতটি অনুষদের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ওপেন স্কুল, স্কুল অব এডুকেশন, স্কুল অব বিজনেস, স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, স্কুল অব সোশাল সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ এবং স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভলপমেন্ট। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৩,৬৮,৩২৮ জন, যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছে বাউবি। বাউবির শিক্ষার্থীরা আজ টেলিভিশন, রেডিও, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং প্রিন্ট ম্যাটেরিয়ালের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করছেন। পাশাপাশি চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগ হিসেবে ইউটিউব ও ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ করে চলেছে প্রতিষ্ঠানটি। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলো ইউটিউবে আপলোড করা হয় যা থেকে স্বশিখন পদ্ধতিতে যে কেউ চাইলেই প্রয়োজনীয় বিষয়টির পাঠ নিতে পারে।

বাউবি শুধু সংখ্যায় নয়, মানবিকতায়ও অসাধারণ। এটি দেশের গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিয়েছে। এমনকি, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলোতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বাউবির শিক্ষার্থী হয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। সম্প্রতি, ৭৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থী সাদেক আলী প্রামাণিক স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন, যা বাউবির শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনুপ্রেরণার গল্প হয়ে ওঠেছে।

বর্তমানে বাউবি ডিজিটাল শিক্ষায় অগ্রসর হয়েছে। ই-বুক, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LMS)-এসব সেবার মাধ্যমে বাউবি তার শিক্ষাকে আরও সহজতর ও উন্নত করেছে। বাউবি একদিকে যেমন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে, অন্যদিকে এটি লাইফলং লার্নিং বা আজীবন শিক্ষা ধারণাকে বাস্তবায়ন করেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহজেই শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারছেন।

কিন্তু সব অর্জনের মাঝেও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের দুর্বলতা, শিক্ষার্থীদের মনোবল ধরে রাখা, কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং ফান্ডিংয়ের সমস্যা থেকে এখনো মুক্ত হতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। তবে, বাউবি এসব চ্যালেঞ্জকে সহজভাবে গ্রহণ করেছে এবং সেগুলোর সমাধানে কাজ করছে। বিশেষ করে, কোভিড-১৯ মহামারির সময় যখন শিক্ষা পুরোপুরি অনলাইনে চলে আসে, তখন বাউবি তার দক্ষতায় শিক্ষার মান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর সম্প্রতি নতুন প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণ করে বিদ্যমান নানা জটিলতা ও অচলাবস্থা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও দ্রুততম সময়ে ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রশাসনের ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগ হিসেবে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও ডিজিটা-লাইজড এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতার মূল্যবোধে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতেও প্রতিষ্ঠানটি কাজ করবে। হয়তো এটি একদিন শতবর্ষী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তবে, তার জন্য পাড়ি দিতে হবে অনেক বন্ধুর পথ। আর নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে এই প্রতিষ্ঠানটি কখনো পিছিয়ে যাবে না। বাউবির প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে।

* ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাউবি
** সহযোগী অধ্যাপক (ইতিহাস), ওপেন স্কুল, বাউবি